দৈনিক ইনকিলাব

60

তারিখ ... ... JUL 12 1998 ...
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

পাঠ্যপুস্তকের সংশোধন ও পরিমার্জন

মাধ্যমিক স্তরের পাঠ্যবই পরিবর্তন, পরিবর্ধন, পরিমার্জন, সংশোধন, সংস্কার ইত্যাদি নতুন কোন ব্যাপার নয়। এই রীতি-নীতি ও প্রথার অনুসরণ অতীতেও করা হতো এবং বর্তমানেও হয়ে আসছে; এই প্রক্রিয়াটি এনসিটিবি'র একটি রুটিন কাজ বটে। জানা গেছে, এনসিটিবি মাধ্যমিক স্তরের ৭৭টি বই ব্যাপক সংশোধন, পরিমার্জন করে এবং সেগুলোতে নতুন বিষয় ও তথ্য সংযোজনান্তে আগামী ২০০১ শিক্ষাবর্ষে নবরূপে বাজারে ছাড়বে। নকল এড়ানোর জন্য বইগুলোর প্রচ্ছদও নতুন করে করা হবে। ১৯৯৬ সালে মাধ্যমিক স্তরে নতুন কারিকুলাম চালু হওয়ার পর জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড (এনসিটিবি) এবারই প্রথম বইগুলোতে সবচেয়ে বেশী সংশোধনী নিয়ে আসছে। গত সোমবার পত্রিকান্তরে প্রকাশিত এতদসংক্রান্ত এক প্রতিবেদন থেকে জানা যায় যে, বইগুলো সংশোধনের জন্য সম্প্রতি এনসিটিবি-এর উদ্যোগে কুমিল্লার বার্ডে বিশেষজ্ঞদের দেড় মাসব্যাপী এক কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়। ৬টি পর্যায়ে সমাপ্ত এই কর্মশালায় প্রায় ৫০০ বিশেষজ্ঞ অংশগ্রহণ করেন। বিশেষজ্ঞরা মাধ্যমিক স্তরের ৭৭টি বইয়ের বিষয়বস্তু, তথ্য, বানান ইলাস্ট্রেশনসহ যাবতীয় বিষয়ে আলাদা আলাদা গ্রুপে বিভক্ত হয়ে কাজ করেন। গত ২৯ জুন শেষ হওয়া কর্মশালায় বিশেষজ্ঞদের সুপারিশের ভিত্তিতে এনসিটিবি সবগুলো বই-ই আমূল পাল্টে নতুন আকারে প্রকাশের সিদ্ধান্ত নিয়েছে। এনসিটিবি'র এই উদ্যোগ নিঃসন্দেহে প্রশংসনীয় ও আশাব্যঞ্জক। গৃহীত সিদ্ধান্ত অনুযায়ী বইগুলো যথাসময়ে প্রকাশিত হয়ে ছাত্র-ছাত্রীদের হাতে পৌঁছলে এনসিটিবি এক বিরাট সাফল্য অর্জনের অধিকারী হবে। কেননা অতীতে এ ধরনের উদ্যোগে বারে বারে ব্যর্থতা কেবল জাতীয় অর্থেরই অপচয় ঘটেনি– সময়েরও অপচয় ঘটেছে এবং ছাত্র-ছাত্রীদেরও দারুণ ক্ষতি সাধিত হয়েছে। এ ব্যাপারে এনসিটিবি'র বর্তমান চেয়ারম্যানের বক্তব্য বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য। প্রদত্ত এক বক্তব্যে তিনি অতীতের ব্যর্থতার কথা স্পষ্টভাবে উল্লেখ করেছেন। তিনি অকপটে বলেছেন যে, আগের বইগুলোতে প্রচুর ভুল ছিল। অথচ বিভিন্ন সময় পত্র-পত্রিকা এসব ভুল ধরিয়ে দিলেও কর্তৃপক্ষ সেসব ভুল সংশোধন তো দূরের কথা ধামাচাপা দেয়ার চেষ্টা করেছিলেন বলে মনে করার যথেষ্ট কারণ রয়েছে। বর্তমান চেয়ারম্যানের ভাষায় "আমি দায়িত্ব নেওয়ার পরই এ বিষয়ে নজর দেই এবং কর্মশালার আয়োজন করি।" তিনি বলেন, "আমি নিশ্চিত আগামী বছর মানসম্পন্ন বই ছাত্র-ছাত্রীরা হাতে পাবে।" তিনি জানিয়েছেন, বইগুলোর কারিকুলামে কোনো পরিবর্তন আসবে না। তবে পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে কিছু নতুন বিষয় ও তথ্য যোগ হবে। কিছু 'নতুন বিষয় ও তথ্য' কি হবে চেয়ারম্যান সাহেব তা উল্লেখ করেননি। আমরা আশা করব, এসব বিষয় ও তথ্য সঠিক ও সফলভাবে উপস্থাপিত হবে এবং তার গ্রহণযোগ্যতা নিয়ে কোনো প্রশ্ন দেখা দেবে না। অতীতে কর্মশালার আয়োজন করা না হলেও গত বছর এনসিটিবি চলতি ২০০০ শিক্ষাবর্ষের জন্য ৬০টি বই সংশোধনের উদ্যোগ নিয়েছিল। কিন্তু প্রকাশক ও মুদ্রাকরদের একাংশের চাপে সেই উদ্যোগ শেষ পর্যন্ত পুরোপুরি সফল হয়নি। তখন এনসিটিবি মাত্র ১৫টি বই পরিবর্তন করতে সক্ষম হয়। আগামী বছর এই ১৫টি বইও সংশোধিত হবে বলে প্রকাশিত খবরে উল্লেখ করা হয়েছে। এতেই প্রমাণিত হয় যে, গত বছরের সংশোধন কার্যক্রম পণ্ডশ্রমে পরিণত হয়েছে। মাধ্যমিক স্তরের পাঠ্যবই নিয়ে এরূপ ছিনিমিনির পুনরাবৃত্তি আর যেন ঘটতে না পারে সেই দিকটির প্রতিও নজর রাখতে হবে। তবে এটা আশার কথা যে, এ বছরই প্রথমবারের মতো এনসিটিবি ১৯ মে থেকে ২৯ জুন পর্যন্ত অনুষ্ঠিত বই সংশোধনের কর্মশালাটি পরিচালনা করে মাধ্যমিক শিক্ষা উন্নয়ন প্রকল্পের আওতায় এশীয় উন্নয়ন ব্যাংকের (এডিবি) অর্থায়নে। কর্মশালায় মোট বাজেট ছিল ২৩ লাখ টাকা। বই সংশোধনের কর্মশালায় বিশেষজ্ঞ হিসাবে কাজ করেছেন বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক, সরকারী-বেসরকারী স্কুল-কলেজের শিক্ষক, শিক্ষাক্রম বিশেষজ্ঞ এবং শিক্ষক প্রশিক্ষক ইনস্টিটিউটের বিশেষজ্ঞরা। ৬ষ্ঠ থেকে ৯ম শ্রেণীর প্রতিটি বই নিয়ে কাজ করেছে ৭ সদস্যের একটি দল। এনসিটিবি'র চেয়ারম্যান দৃঢ়তার সঙ্গে বলেছেন, আগামী ২-৩ বছরের মধ্যে নতুন বইগুলোর আর পরিবর্তনের দরকার হবে না।

এনসিটিবি কর্তৃক কর্মশালার আয়োজন এবং ৭৭টি বইয়ের ব্যাপক সংশোধন-পরিমার্জনসহ নতুন বিষয় ও তথ্য সংযোজনের উদ্যোগ প্রক্রিয়া যথার্থভাবে এবং যথাসময়ে সাফল্যের সাথে সমাপ্ত হলে মাধ্যমিক স্তরের পাঠ্য বইয়ের গুণ ও মানগত উন্নয়ন সাধিত হতে পারে। অতীতের ব্যর্থতা ও ভুল-ভ্রান্তির আলোকে এনসিটিবি কর্তৃপক্ষ মাধ্যমিক স্তরের সংশোধিত পাঠ্যবইগুলো যে কোন মূল্যে যথাসময়ে ছাত্র-ছাত্রীদের হাতে তুলে দেয়ার ব্যাপারে যত্নবান হবেন– এটাই আমাদের একান্ত প্রত্যাশা।